Sadhu Ruidas

Sadhu Ruhidas

welding majdoor

সাধু রুইদাস (ব্লাস্টিং মজদুর) চুরুলিয়া গ্রাম

প্রশ্ন ঃ আপনার নামটা বলুন?

উত্তর ঃ সাধু রুইদাস।

প্রশ্ন ঃ কি কাজ করেন?

উত্তর ঃ এমটা কোম্পানিতে ব্লাস্টিং এর কাজ করি।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি সরাসরি এমটা'র স্টাফ? না কোন ঠিকাদারের আণ্ডারে কাজ করেন?

উত্তর ঃ না। ঠিকাদারের আণ্ডারে কাজ করি। ঠিকাদার হল অজিত মুদি।

প্রশ্ন ঃ ওনার বাড়ি কোথায়?

উত্তর ঃ এই গ্রামের পাশেই।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কতজন এই কাজটা করছেন?

উত্তর ঃ ১৩ জন।

প্রশ্ন ঃ কিভাবে কাজটা করেন?

উত্তর ঃ আমরা লেবার।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের কতক্ষন কাজ করতে হয়?

উত্তর ঃ আট ঘন্টা।

প্রশ্ন ঃ প্রত্যেক দিন কাজ করতে হয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, যেদিন ব্লাস্টিং হয় না সেদিন গার্ড দিতে হয়। যেখানে ব্লাস্টিং চার্জ হয় সেখানে গার্ড দিই।

প্রশ্ন ঃ আগে কি করতেন?

উত্তর ঃ পরের জমিতে মাটি কাটার কাজ করতাম। তারপর এমটায় ঢুকলাম।

প্রশ্ন ঃ এমটায় কি আগের কাজের চেয়ে মাইনে বেশী?

উত্তর ঃ না, না। এখানে মাসে ২০০০ টাকা বেতন।

প্রশ্ন ঃ চাষের কাজ ছেড়ে তাহলে এই কাজে এলেন কেন?

উত্তর ঃ বর্ষার ধান শুধু ভাল হয়। তা তো বর্ষা ভাল না হলে চাষের কাজ মার খায়। আর চাষের জমি মালিকরা বেচে দিচ্ছে কোম্পানিকে। তাই ঐ কাজ আমাদের কমে গেছে। উপায় নাই তাই এখানে যোগ দিলাম।

প্রশ্ন ঃ এমটায় কত বছর হল কাজ করছেন?

উত্তর ঃ ৭-৮ বছর হল।

প্রশ্ন ঃ কাজটা কিভাবে পেলেন?

উত্তর ঃ অফিসের দিকে গিয়ে কথা বললাম। ঘরে বসে থেকে তো আর কাজ পাওয়া যায় না। অফিসে গিয়ে বললাম চাষবাস নাই। কাজ-টাজ দিন, নইলে কি করে চলবে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি একা গেছিলেন? না, আরও লোক সঙ্গে গেছিল?

উত্তর ঃ আমরা তিনজন গেছিলাম। তার অফিসের বাবুরা বলল, আমাদেরও লোকের দরকার তোমরা আজ জয়েন করে যাও। তারপর ব্লাস্টিং এর কনট্রাকটর অজিত মুদি আমাদের রেখে নিল।

প্রশ্ন ঃ আপনার বাবা কি করতেন? আপনারা কি এখানের আদি বাসিন্দা?

উত্তর ঃ বাবা চাষবাস করত। হ্যাঁ, আমরা এখানের আদি বাসিন্দা।

প্রশ্ন ঃ প্রথমে কত টাকা পেতেন?

উত্তর ঃ প্রথমে ১২০০ টাকা পেতাম। তারপর আস্তে আস্তে বাড়িয়ে ১৫০০, আর এখন ২০০০ পাচ্ছি।

প্রশ্ন ঃ সপ্তাহে ছুটি আছে?

উত্তর ঃ ঐ, কাজ করলে রবিবার ছুটি। কিন্তু ওর পয়সা পাব না। মানে কাজ করলে পয়সা।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে কি মালিক Appointment Letter দিয়েছে?

উত্তর ঃ এতদিনে একটা দিয়েছে। এই একমাস আগে।

প্রশ্ন ঃ আর পরিচয়পত্র কিছু দিয়েছে?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ অন্য সুযোগ সুবিধা যেমন, চিকিৎসার খরচ ইত্যাদি পান?

উত্তর ঃ না। নিজেদের খরচে চিকিৎসা করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ কাজ করতে করতে অ্যাক্সিডেন্ট হলে তার দায় কোম্পনি নেবে? কিছু জাননে?

উত্তর ঃ আমাদের কোন পরিচয়ই নাই। কোম্পানি স্বীকারই করবে না।

প্রশ্ন ঃ আজকে যে কাজে গেলেন তার কোন প্রমান থাকে? মানে কোথাও কি সই করতে হয়।

উত্তর ঃ না, ওসব কিছু নেই। কোন প্রমানই নেই।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা কি ঘটেছে?

উত্তর ঃ না, সেরকম কিছু হয়নি। হলে হয়তো ডাক্তার খরচা ১০-২০ টাকা দিল। নাও দিতে পারে। মর্জিমত হয়।

প্রশ্ন ঃ পি এফ, মেডিকেল এইসবের পয়সা কাটে?

উত্তর ঃ গোয়েঙ্কাদের ওখানে কাটে। এখানে এইসব নেই।

প্রশ্ন ঃ মালিককে বলেছিলেন এইসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা?

উত্তর ঃ সি পি এম পার্টিকে বলেছি। কিন্তু এখনো কিছু হয়নি।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের নিজেদের কোন ইউনিয়ন আছে?

উত্তর ঃ না। পার্টির মাধ্যমে কথা বলতে হয়। ইউনিয়ন করার চেষ্টা হয়েছিল। মালিক জানতে পারে কে এইসব চেষ্টা করছে, তো তাকে হাটিয়ে দেয় কাজ থেকে।

প্রশ্ন ঃ গার্ডের কাজ কোথায় করতে হয়?

উত্তর ঃ রোডের ধারে। যেখান দিয়ে ডাম্পার যায়।

প্রশ্ন ঃ এখানে কাজের পরিবেশ কেমন, মানে ঠিকাদার যার আণ্ডারে করেন বা এমটার ম্যানেজমেন্টের ব্যবহার কেমন?

উত্তর ঃ সবইতো পার্টির উপর। মালিকরা পার্টিকে বুঝিয়ে রাখছে এই করে দেব, সেই করে দেব, পার্টি আবার আমাদের ওটাই বুঝায়। মালিককে

চেপে না ধরলে তো আর কিছু বাড়বে না। কিন্তু চেপে ধরবে কে? সেই লোক তো নেই। পার্টিও তো চাপ দিচ্ছে না, যে ওদের খাটিয়ে ন্যায্য মজুরি দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ন্যায্য মজুরি বলতে কত বলছেন?

উত্তর ঃ ১০০-১৫০ টাকা উচিত। অন্ত ১০০ টাকা তো হওয়াই উচিত। এখন ১২-১৩ টাকা কেজি চাল। সংসার কি ভাবে চলবে? চাষবাস একটু করি বলে নুন তেল এনে চালিয়ে নিই। ২-৪ বিঘা জমি আছে।

প্রশ্ন ঃ এখানে ই সি এল-এ কাজ করে কেউ আছে?

উত্তর ঃ আমাদের গ্রামে নাই।

প্রশ্ন ঃ ই সি এল-এ কাজ হলে কি ভাল হত?

উত্তর ঃ নিশ্চয় ভাল হত। ই সি এল তো সরকারি।

প্রশ্ন ঃ ই সি এল যারা কাজ করে তারা কি রকম টাকা পায় জানেন?

উত্তর ৭/৮/১০ হাজার টাকা মাইনে পায়। আরও অনেক ছুটি, সুযোগ সুবিধা পায়।

প্রশ্ন ঃ এই যে, আপনাদের সাথে ই সি এল-এর কর্মীদের এত ফারাক। কেন? আপনার কি মনে হয়?

উত্তর ঃ অত কথা মালিককে জিজ্ঞেস করলে বলবে 'তোমার পোষাচ্ছে না তো ছেড়ে দাও।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, এখানে সরকার থেকে ইনস্পেক্টার আসে? আপনাদের ব্যাপারে খোঁজ নেয় বা আপনাদের সাথে দেখা করে?

উত্তর ঃ আসে, অফিসে যায়। আমাদের উনাদের কোন ভেট হয় না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন সরকারের কোন দায়িত্ব নেওয়া উচিত আপনাদের ব্যাপারে।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, উচিত তো।

প্রশ্ন ঃ গোয়েঙ্কাদের কোম্পানির কোন শ্রমিকদের সাথে আপনার আলাপ আছে?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ ওদের ইউনিয়নের কেউ এসেছিল আপনাদের সাথে কথা বলতে?

উত্তর ঃ না, আসে নাই। এক এম.পি. বিকাশ চৌধুরী এসেছিলেন কিন্তু আমাদের ডাকে নি।

প্রশ্ন ঃ আউটসোর্সিং মানে কয়লা তোলার কনট্রাক্ট ই সি এল অন্য কোম্পানিকে দিয়ে দিচ্ছে। এই আউটসোর্সিং কথাটা শুনেছেন?

উত্তর ঃ না। শুনি নাই।

প্রশ্ন ঃ আপনার ছেলে মেয়ে কত? পড়াশুনো করে?

উত্তর দুটো। একটা মেয়ে বড় ক্লাস ফাইভে পড়ে আর ছেলেটা একদম ছোট।

প্রশ্ন ঃ মেয়েকে কতদুর পড়াবেন?

উত্তর ঃ গরীব ঘরে আর কতদূর পড়াবো।

প্রশ্ন ঃ আপনার কি সাইকেল আছে?

উত্তর ঃ অপষ্ট (বোঝা যায়নি)

প্রশ্ন ঃ রেডিও, টি ভি কিছু আছে?

উত্তর ঃ না, কিছু নেই।

প্রশ্ন ঃ আসানসোলে বা বাইরে কোথাও যান পরিবার নিয়ে?

উত্তর ঃ দরকার থাকলে যাই।

প্রশ্ন ঃ কি কি পুজো-পার্বন হয় এখানে?

উত্তর ঃ দুর্গাপুজো হয়। আর বাড়িতে ব্রত করে।

প্রশ্ন ঃ আর দুটো প্রশ্ন আছে। একটা, ব্লাষ্টিং এর যা যা সুরক্ষার দরকার তা নেওয়া হয়?

উত্তর ঃ অ্যাক্সিডেন্ট তো খুব হয়না, তাই এটা জানি না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কতদূর পড়াশুনো করেছেন?

উত্তর ঃ একদমই করিনি।